Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত অজ্ঞানের লক্ষণ : একটি পর্যালোচনা

ফারহিন হোসেন
গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ

সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার* গ্রন্থে অধ্যাস সম্পর্কে আলোচনার পর অজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য যে মতবাদ স্বীকার করেন তা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ অনুসারে ভ্রমস্থলে অবিদ্যা থেকে প্রাতিভাসিক বিষয় এবং প্রাতিভাসিক ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অদ্বৈতবেদান্তিদের এই মত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় সমর্থন করে না। সুতরাং অজ্ঞান হল অদ্বৈতবেদান্তিগণের পৃথক প্রস্থান বা অসাধারণ ব্যাপার। এই অজ্ঞানের সিদ্ধি না হলে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা অসংখ্য পদার্থ ও জীবকে জেনে থাকি। লৌকিক প্রমাণগম্য অসংখ্য পদার্থ ও জীব অজ্ঞান জন্য প্রতিপাদনের মাধ্যমে অদ্বৈতবেদান্তিগণ তাদের অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের শিক্ষার্থীকে অজ্ঞান সম্পর্কে অবগত করার নিমিত্ত সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার* গ্রন্থে অজ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ‘অজ্ঞানং তু’ প্রভৃতি বাক্যের মাধ্যমে অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদান করেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সদানন্দ প্রদত্ত অজ্ঞানের লক্ষণে ব্যবহৃত প্রতিটি পদের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে সদানন্দ প্রদত্ত অজ্ঞানের লক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে লক্ষণ পদবাচ্য কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বীজশব্দ : অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ, অহমজ্ঞঃ।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত অজ্ঞানের লক্ষণ

অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি; "অহম্ অজ্ঞঃ" ইত্যাদ্যনুভবাৎ, "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্" (শ্বে. উ. ১/৩) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

অর্থাৎ, অজ্ঞান সৎ, অসৎ বা সদসদ্ রূপে অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ একটা কিছু। যেহেতু 'আমি অজ্ঞ' প্রভৃতি অনুভব হতে এবং 'নিজ গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ঈশ্বরের আত্মশক্তিতে' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সদানন্দ অজ্ঞানের লক্ষণে অজ্ঞানের পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, যথাঃ– অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ এবং যৎকিঞ্চিৎ। এই বিশেষণগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে অজ্ঞানের স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব।

অনির্বচনীয় : অজ্ঞান আনির্বচনীয় বলতে বোঝায় অজ্ঞান সৎ, অসৎ এবং সদসদ্ রূপে নির্বচনের অযোগ্য। অদ্বৈতিগণ ব্রহ্মকেও অনির্বচনীয় রূপে স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্ম অনির্বচনীয় বলতে বোঝায় ব্রহ্ম 'অবাঙমনসগোচর'। অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত। কিন্তু আপত্তি উত্থাপিত হবে যে ব্রহ্মকে মনের অগোচর বলা হলেও বাক্যের অগোচর বলা যায় না। কেননা শ্রুতি প্রমাণ থেকে ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম লৌকিক বাক্যের অগোচর হলেও বৈদিক বাক্যের অগোচর নয়। যেহেতু শিষ্য গুরুর নিকট ব্রহ্ম বিষয়ে বেদবাক্য শ্রবণ পূর্বক মনন করে তারপর নিদিধ্যাসন করে পুনরায় মহাবাক্য শ্রবণ করলে তবেই তার জীবনমুক্তি হয়; সেহেতু ব্রহ্মকে সকল বাক্যের অগোচর বলা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন যে এক্ষেত্রে ব্রহ্ম অবাঙ্ মনসগোচর বা অনির্বচনীয় বলতে বোঝায় ব্রহ্ম চৈতন্য কোন বাক্য বা পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ হতে পারে না কিন্তু লক্ষ্যার্থ হতে পারে। কিন্তু আপত্তি হবে যে ব্রহ্ম বেদবাক্যের লক্ষ্যার্থ হলে মনের অগোচর বলা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন যে ব্রহ্ম মলিন চিত্তের অগোচর। ব্রহ্ম মলিন চিত্তের অগোচর হলেও নির্মল বা বিশুদ্ধ চিত্তের অগোচর নয়। পাপমুক্ত নির্মল বা বিশুদ্ধ চিত্ত ব্রহ্মকে গ্রহণে সমর্থ হয়। বিবরণ সম্প্রদায়ের মতে বিশুদ্ধ চিত্তে শব্দ প্রমাণ ব্রহ্ম বিষয়ক অখন্ডাকার বৃত্তি উৎপন্ন করতে পারে। সুতরাং ব্রহ্ম অনির্বচনীয় বলতে বোঝায় ব্রহ্ম কোন বাক্য বা পদের মুখ্যার্থ হতে পারে না এবং মলিন বা অশুদ্ধ মন বা চিত্তের অগোচর। কিন্তু অজ্ঞানকে এই অর্থে অনির্বচনীয় বলা হয় না। কেননা অজ্ঞান বাক্য বা শব্দের মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ উভয়ই হতে পারে, আবার ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন ভ্রমজ্ঞান যখন বাধিত হয় তখন পূর্ববর্তী ভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে অজ্ঞানজন্য তা উপলব্ধ হয় আবার পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ হলে ব্যবহারিক জগৎ ও জাগতিক বিষয় যে অজ্ঞানজন্য তা উপলব্ধ হয়, সেজন্য অজ্ঞান মলিন ও বিশুদ্ধ উভয় প্রকার চিত্তের বিষয় হয়। অজ্ঞান অনিবর্চনীয় বলতে বোঝায় সৎ, অসৎ বা সদসদ্ রূপে অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদান করা যায় না। অজ্ঞানকে সৎ বলা যায় না কেননা অদ্বৈত মতে যা অবাধিত বা ত্রৈকালিক নিষেধাপ্রতিযোগী তাই সৎ। কিন্তু সকল

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

জীবের মুক্তিকালে অজ্ঞান বাধিত হয় ফলে অজ্ঞান সৎ নয়। আবার অজ্ঞানকে অসৎ বলাও যায় না। কেননা অজ্ঞানের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। অসৎ পদার্থের অপরোক্ষ জ্ঞান কখনোই হয় না। 'অহমজ্ঞঃ' এবং 'মামন্যঞ্চ ন জানামি' এরূপ প্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের অপরোক্ষ জ্ঞান বা অবভাস হয়। সুতরাং অজ্ঞান শশশৃঙ্গের মতো অসৎ নয়। শশশৃঙ্গ কখনোই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। অজ্ঞানকে সদসদ্ রূপে নির্বাচন করাও যায় না। কেননা কোন পদার্থে একই সঙ্গে সত্তা এবং অসত্তা থাকতে পারে না। সেজন্য অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে সদসদবিলক্ষণ বলেছেন।

কিন্তু আপত্তি হবে যে সৎ এবং অসৎ ছাড়া তৃতীয় কোন প্রকার হতে পারে না। উদয়নাচার্য তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে বলেছেন,

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্র বিরোধতঃ।।[i] ৩/৮

অর্থাৎ, দুটি বিকল্পের মধ্যে যদি পরস্পর বিরোধ থাকে তাহলে তাদের কোন তৃতীয় প্রকার সম্ভব নয়। আবার যারা বিরুদ্ধ তাদের একতাও সম্ভব নয়, কেননা, তাদের নামের মধ্যে যেমন বিরোধ থাকে তেমনি তাদের স্বভাবের মধ্যেও বিরোধ থাকে। সৎ এবং অসৎ দুটি বিরুদ্ধ বিকল্প হওয়ায় সদসদবিলক্ষণ বলে কিছু হতে পারে না। ফলে অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে সদসদবিলক্ষণ অনির্বচনীয় বলতে পারেন না। তাছাড়া মধ্বাচার্য প্রমুখ আপত্তি করেন যে অদ্বৈতিগণ যেভাবে অজ্ঞানকে সদসদবিলক্ষণ রূপে প্রতিপাদন করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, যা প্রতীতিযোগ্য তাই সৎ এবং যা প্রতীতি অযোগ্য তাই অসৎ। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি বস্তু প্রতীতিযোগ্য হওয়ায় সৎ। বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি প্রতীতির অযোগ্য হওয়ায় অসৎ। অজ্ঞান সৎ না হলে অসৎ হবে। অথবা অজ্ঞান অসৎ না হলে অবশ্যই সৎ হবে। সুতরাং সৎ এবং অসৎ ছাড়া তৃতীয় বিকল্প হতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলেন যে দুটি বিকল্প যদি প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধ হয় তাহলে তাদের তৃতীয় প্রকার সম্ভব নয়। কিন্তু সৎ এবং অসৎ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বিকল্প নয়। অদ্বৈতিগণ সৎ পদার্থ এবং অসৎ পদার্থের ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। অদ্বৈতমতে সৎ বলতে অবাধিতকে বোঝায়। অদ্বৈতমতে যা ত্রৈকালিকনিষেধাপ্রতিযোগিত্ব বিশিষ্ট তাই সৎ। অর্থাৎ যে পদার্থ ত্রিকালের কোন সময়েই বাধিত হয় না তাই সৎ। এই অর্থে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, কেননা ব্রহ্ম ত্রিকালের কখনোই বাধিত হয় না। অসৎ বলতে বোঝায় যার কখনো কোথাও প্রতীতি হয় না। শশশৃঙ্গ এই অর্থে অসৎ পদার্থ। সুতরাং অদ্বৈতমতে সৎ ও অসৎ পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ নয়, সেজন্য সৎ ও অসৎ ছাড়া সদসদবিলক্ষণ রূপ পদার্থ সম্ভব যা ত্রিকালের কোন না কোন সময়ে বাধিত হয় এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ও হয়। সুতরাং অদ্বৈতমতে অজ্ঞানকে সৎ এবং অসৎ থেকে বিলক্ষণ তৃতীয় প্রকার অনির্বচনীয় বা মিথ্যা পদার্থ স্বীকারে কোন অসঙ্গতি নেই।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

ত্রিগুণাত্মক : সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি করতে পারেন যে অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে সদসদবিলক্ষণ বলতে পারেন না। কেননা অদ্বৈতমতে অজ্ঞান জগতের মূল উপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ— এই ত্রিগুণাত্মক জগতের কারণ অবিদ্যা সদসদবিলক্ষণ রূপে অনির্বচনীয় হতে পারে না। কেননা অদ্বৈতিগণ কার্য ও কারণের মধ্যে সাজাত্য নিয়ম স্বীকার করেন। এই আপত্তির উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণে 'ত্রিগুণাত্মক' পদের যোজনা করেছেন। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক বলতে বোঝায় অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ স্বভাববিশিষ্ট। ফলে জগৎ এবং জগতের উপাদান কারণ অজ্ঞানের মধ্যে সাজাত্য নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে। সকল জীবের মুক্তিকালে জগতের সকল বিষয় বাধিত হয় সেজন্য জগৎ বা জাগতিক বিষয়সমূহকে সৎ বলা যায় না, আবার জাগতিক বিষয়সমূহের সমাহার রূপ জগৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয় সেজন্য জগৎকে অসৎ বলাও যায় না। সুতরাং জগৎও জগতের উপাদান কারণ অজ্ঞানের মতো সদসদবিলক্ষণরূপে অবিনর্চনীয় এবং ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহের সাথে অজ্ঞানের সাদৃশ্য থাকায় সাজাত্য নিয়ম ক্ষুণ্ন হয় না।

অজ্ঞানকে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ত্রিগুণাত্মক বললে আপত্তি হবে যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্বও জগতের মূল উপাদান কারণ এবং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অজ্ঞান অভিন্ন। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলতে পারেন যে সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অজ্ঞান এক নয়। কারণ সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব সৎ যার কোন কালেই নাশ হয় না, কিন্তু অজ্ঞান হল মিথ্যা।

জ্ঞানবিরোধী : বুৎপত্তিগত দিক থেকে 'জ্ঞানবিরোধী' পদটির দুরকম অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ যে জ্ঞানের বিরোধী তাই জ্ঞানবিরোধী। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান যার বিরোধী। অজ্ঞান প্রসঙ্গে 'জ্ঞানবিরোধী' পদটির প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা যায় না। কেননা অজ্ঞান যদি জ্ঞানের বিরোধী হত তাহলে জ্ঞান কখনোই উৎপন্ন হতে পারত না। যেহেতু অদ্বৈতমতে অজ্ঞান অনাদি কাল থেকেই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেহেতু অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী হলে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিনষ্ট হত। কিন্তু তা হয় না; ফলে অজ্ঞানকে জ্ঞানের বিরোধী বলা যায় না। সেজন্য সদানন্দ যোগীন্দ্র 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দের অর্থ করেছেন জ্ঞান যার বিরোধী, কিন্তু অদ্বৈতিগণ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান স্বীকার করেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হবে যে অদ্বৈতিগণ স্বীকৃত সকল প্রকার জ্ঞানই কি অজ্ঞানের বিরোধী। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যে কোন প্রকার জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী নয়। যেমন, ব্রহ্ম চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ। যদি যে কোন জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী হয় তাহলে ব্রহ্মচৈতন্যও অজ্ঞানের বিরোধী হবে। কিন্তু ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী হলে অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয়। অজ্ঞানের নাশ অতীতে হয়নি এবং বর্তমানেও হয়নি। ব্রহ্ম ও অজ্ঞান অনাদি কাল থেকে আছে। সুতরাং এস্থলে 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দের দ্বারা সদানন্দ যোগীন্দ্র

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

বোঝাতে চাননি যে, যে কোন জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। যেহেতু অদ্বৈতিগণ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান স্বীকার করেন এবং বিরোধ বিভিন্ন প্রকারের হয় সেহেতু প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দের অন্তর্গত 'জ্ঞান' শব্দের দ্বারা কোন্ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে এবং 'বিরোধ' শব্দের দ্বারা সেই জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের কোন্ প্রকার বিরোধকে বোঝানো হয়েছে।

যে দুটি পদার্থের মধ্যে বিরোধ থাকে সেই দুটি পদার্থে আশ্রিত কোন ধর্মের কারণে বিরোধ হয়। বিরোধ তিন প্রকার। যথা– অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ, সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ এবং বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ।[ii] দুটি পদার্থ যদি অভিন্ন না হয় তাহলে তাদের মধ্যে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। যেমন, ঘট পট নয়। পট ঘট নয়। পট এবং ঘট অভিন্ন নয়। সেজন্য পট এবং ঘটের মধ্যে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। দুটি পদার্থের একটি থাকলে যদি অপরটি না থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। প্রাগভাব এবং তার প্রতিযোগী, ধ্বংসাভাব এবং তার প্রতিযোগীর মধ্যে সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। যেমন ঘটের সঙ্গে ঘট-ধ্বংসাভাব এবং ঘটের সঙ্গে ঘট-প্রাগভাবের সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। দুটি পদার্থের একটির উপস্থিতিকে অন্ততঃ এককক্ষণ পরে অপরটির নাশ হয় তাহলে তাদের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ থাকতে হলে ঐ দুটি পদার্থের অন্ততঃ এককক্ষণ সহাবস্থান প্রয়োজন। সুতরাং দুটি পদার্থের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ থাকলে সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ থাকতে পারে না। কিন্তু যে দুটি পদার্থের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান সেই দুটি পদার্থ স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় তাদের মধ্যে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান বিভিন্ন প্রকার; যথা– ব্রহ্মজ্ঞান, প্রমাজ্ঞান, সাক্ষিপ্রতীতি, ভ্রমজ্ঞান এবং স্মৃতিজ্ঞান।

শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণের সত্ত্ব প্রধান পরিণামকে অদ্বৈতিগণ বৃত্তি বলেছেন। এই বৃত্তিতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হলে সেই বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্য হল প্রমা জ্ঞান। প্রমা জ্ঞান এবং শুদ্ধ চৈতন্য এক নয়। অন্তঃকরণ বৃত্তি নিজের অনিত্যত্ব চৈতন্যের উপর আরোপ করে ফলে বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্য বা প্রমাজ্ঞান অনিত্য। এক্ষেত্রে বৃত্তিটি হল উপাধি। সুতরাং প্রমাজ্ঞান ও শুদ্ধ চৈতন্য অভিন্ন নয় যেহেতু প্রমাজ্ঞান হল উপহিত চৈতন্য। তাছাড়া, অদ্বৈতিগণ সাক্ষিপ্রতীতি নামে আর এক ধরণের জ্ঞান স্বীকার করেন। অদ্বৈতমতে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞাতৈকসৎ পদার্থ সাক্ষিপ্রতীতির দ্বারা প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণ উপলক্ষিত চৈতন্যই সাক্ষী। সুষুপ্তি অবস্থায় এই সাক্ষি সাক্ষাৎ ভাবে পদার্থকে জানে।

শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হলেও ব্রহ্ম চৈতন্যের সাথে অজ্ঞানের বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ থাকতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয়, আশ্রয় কখনোই নাশক হতে পারে না।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

আবার ব্রহ্ম চৈতন্যের সাথে অজ্ঞানের সহানবস্থান বিরোধ নেই। কারণ, ব্রহ্ম চৈতন্যের সাথে অজ্ঞানের সহাবস্থান অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান। কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য এবং অজ্ঞান স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের সাথে অজ্ঞানের অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান।

সাক্ষিপ্রতীতি হল অজ্ঞানের সাধক। 'অদ্বৈতসিদ্ধিকারের মতে অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই সাক্ষী। এবং ঐ প্রকার সাক্ষী চৈতন্যই অজ্ঞানের সাধক। "সা চাবিদ্যা সাক্ষিবেদ্যা ... সাক্ষী চাবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যম্।"[iii] সাধক কখনোই নাশক হতে পারে না। অতএব সাক্ষিপ্রতীতি ও অজ্ঞানের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ নেই। আবার, সাক্ষিপ্রতীতি ও অজ্ঞানের মধ্যে সহাবস্থান আছে সেজন্য তাদের মধ্যে সহানবস্থান বিরোধও নেই। কিন্তু সাক্ষিপ্রতীতি ও অজ্ঞান ভিন্ন হওয়ায় এদের মধ্যে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান।

অন্তঃকরণে আশ্রিত অবিদ্যা থেকে যখন ভ্রমজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সেই অবিদ্যা থেকে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাকে অবিদ্যা বৃত্তি বলা হয়। স্মৃতিজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান থেকে অজ্ঞান ভিন্ন, সেজন্য স্মৃতিজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের সঙ্গে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। কিন্তু স্মৃতিজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের সাথে অজ্ঞানের সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ ও বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ নেই।

প্রমাজ্ঞান ও অজ্ঞান ভিন্ন জাতীয় পদার্থ হওয়ায় এদের মধ্যে অনাত্মতালক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। আবার অদ্বৈতমতে প্রমাজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক। যেমন, ঘটের প্রমাজ্ঞান হলে ঘটের অজ্ঞান নাশ হয়। এজন্য প্রমাজ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ বা নাশ্যনাশকভাবলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। কিন্তু প্রমাজ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে সহানবস্থানলক্ষণ বিরোধ নেই। কেননা প্রমাজ্ঞান যেহেতু অজ্ঞানের নাশক সেহেতু অন্ততঃ একটি ক্ষণের জন্য এদের সহাবস্থান প্রয়োজন হয়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণে জ্ঞান যার বিরোধী অর্থে 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দটি ব্যবহার করে জ্ঞান বলতে প্রমাজ্ঞান এবং বিরোধ বলতে বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধকে বুঝিয়েছেন।

অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে জ্ঞাননাশ্য বলেছেন। কিন্তু আপত্তি হবে যে অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য হলে জ্ঞান প্রাগভাবের মতো অভাব পদার্থ হবে, কেননা জ্ঞান প্রাগভাব ও জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। যেমন, ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হলে ঘটজ্ঞানের প্রাগভাব নাশ হয়। সুতরাং জ্ঞানপ্রাগভাব ও জ্ঞানের মধ্যে নাশ্যনাশক বা বধ্যঘাতকভাবলক্ষণ বিরোধ বিদ্যমান। অতএব অজ্ঞানকে জ্ঞাননির্বত্য বললে জ্ঞান-প্রাগভাবেও এ লক্ষণ প্রযুক্ত হতে পারে। এরূপ আপত্তির আশঙ্কায় সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণে 'ভাবরূপং' পদটির ঘোষণা করেছেন।

ভাবরূপ : অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলার মাধ্যমে সদানন্দ যোগীন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন যে অজ্ঞান জ্ঞান-প্রাগভাবের মতো অভাবাত্মক নয়। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান যদি জ্ঞান-প্রাগভাবের মতো অভাব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

পদার্থ হত তাহলে অজ্ঞান থেকে ভাব কার্যসমূহের উৎপত্তি হত না। কিন্তু অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে জগতের সকল ভাব পদার্থের মূল উপাদান কারণ বলেছেন। সেজন্য অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানকে ভাবপদার্থ বলেছেন। অজ্ঞানকে ভাবপদার্থ রূপে স্বীকার করার জন্য অজ্ঞানের লক্ষণে 'ভাবরূপ' শব্দটি সংযোজিত হওয়ায় জ্ঞান-প্রাগভাবে অজ্ঞানের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গ বাধিত হয়। অজ্ঞানকে ভাবপদার্থ রূপে স্বীকার করলে অন্য একটি আপত্তি উত্থাপিত হবে যে জগতের সমস্ত অভাব নিত্য নয়। কোন কোন অভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। যেমন, যে কোন বস্তু বিনষ্ট হলে ঐ বস্তুর ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু অজ্ঞান সকল জাগতিক বস্তুর উপাদান কারণ হওয়ায় উৎপন্ন অভাবেরও উপাদান কারণ। ফলে অজ্ঞান স্বয়ং ভাব পদার্থ হলে তার থেকে অভাব পদার্থের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব। কেননা *গীতায়* বলা হয়েছে,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।[iv]

অর্থাৎ, অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সৎ বস্তুর অনস্তিত্ব নাই। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলেন যে অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলার মাধ্যমে অজ্ঞানের অভাব বৈলক্ষণ্য বোঝানো হয়েছে। অদ্বৈতমতে অজ্ঞান অভাব নয় এটুকু প্রদর্শনের জন্যই অজ্ঞানের লক্ষণে 'ভাবরূপ' পদের যোজনা করা হয়েছে।

জগতের সকল পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমাজ্ঞান যে কোন বস্তুকে ভাবরূপে বা অভাবরূপে সিদ্ধ করে। কিন্তু অজ্ঞান ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন নিশ্চয় না থাকায় প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। আবার প্রমাজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়। নাশক কখনোই সাধক হতে পারে না। ফলে প্রমাজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি সম্ভব নয়। দর্শনশাস্ত্র কেবলমাত্র প্রমাণসিদ্ধ পদার্থেরই আলোচনা করে। সুতরাং অজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলেন যে প্রমাজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি না হলেও বিভিন্ন সাক্ষিপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, 'অহমজ্ঞঃ' এবং 'মামন্যঞ্চ ন জানামি' অর্থাৎ আমি অজ্ঞ এবং আমি নিজেকে এবং অন্যকে জানি না– এই দুটি সাক্ষিপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ 'তদুক্তমর্থং ন জানামি' অর্থাৎ তোমার দ্বারা উক্ত কথার অর্থ জানি না। এই সাক্ষিপ্রতীতির দ্বারাও অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সাক্ষিপ্রতীতির দৃষ্টান্ত আছে যা অজ্ঞানের সাধক।

সাধারণভাবে অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানের সাধক রূপে 'অহমজ্ঞঃ' সাক্ষিপ্রতীতির উল্লেখ করেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার* গ্রন্থেও অজ্ঞানের লক্ষণে অজ্ঞানের সিদ্ধি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'অহমজ্ঞঃ' এই পদটির যোজনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ন্যায়বৈশেষিকগণ জ্ঞানাভাবকে অহমজ্ঞঃ প্রতীতির বিষয়রূপে স্বীকার করেন তাহলে অদ্বৈতিগণ কেন জ্ঞানাভাবকে এরূপ প্রতীতির বিষয় না বলে অজ্ঞানরূপ স্বতন্ত্র ভাব পদার্থকে এরূপ প্রতীতির বিষয় বলেন বা অদ্বৈতিগণ কেন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

জ্ঞানাভাবরূপ প্রসিদ্ধ পদার্থকে পরিহার করে অজ্ঞানরূপ অপ্রসিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করেছেন? এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলেন যে জ্ঞানাভাবকে উক্ত প্রতীতির বিষয় বলা যায় না। জ্ঞানাভাবকে উক্ত প্রতীতির বিষয় বললে একাধিক অনুপপত্তির প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। কেননা, জ্ঞানাভাব দুই প্রকার, যথা– জ্ঞান সামান্যের অভাব এবং জ্ঞান বিশেষের অভাব। জ্ঞানাভাবকে 'অহমজ্ঞঃ', প্রতীতির বিষয় বললে জ্ঞান সামান্যের অভাব বা সমস্ত জ্ঞানের অভাবকে উক্ত প্রতীতির বিষয় বলতে হবে অথবা জ্ঞান বিশেষের অভাব বা একটি বিশেষ জ্ঞানের অভাবকে উক্ত প্রতীতির বিষয় বলতে হবে। আক্ষরিক অর্থে 'অহমজ্ঞঃ' শব্দের অর্থ জ্ঞান সামান্যের অভাব। কিন্তু অদ্বৈতিগণ বলেন যে 'অহমজ্ঞঃ' প্রতীতির দ্বারা জ্ঞান সামান্যাভাবও বোঝায় না এবং জ্ঞানবিশেষাভাবও বোঝায় না। অদ্বৈতিগণ বলেন যে জ্ঞানবিশেষাভাবকে 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতির বিষয় বলা যায় না। কেননা, আর একটি সাক্ষিপ্রতীতি হল 'তদুক্তমর্থং ন জানামি' এই প্রতীতি দ্বারা কোন বিশেষ প্রকার জ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়। 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতি দ্বারা জ্ঞানবিশেষাভাব সুচিত হলে উভয়ের আকার এক হত। সামান্য প্রতীতিকে বিশেষ প্রতীতি রূপে ব্যাখ্যা করলে সামান্য প্রতীতির উচ্ছেদ হয়। অতএব 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতির বিষয়কে জ্ঞানবিশেষাভাব বলা যায় না। অতএব জ্ঞান সামান্যাভাবকে 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতির বিষয় বলতে হয়। ন্যায় মতে 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতি হল সকল জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান। এদের মতে আত্মাতে যখন সমস্ত জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান থাকে তখনই এরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু যে কোন অভাবের জ্ঞানের জন্য অনুযোগী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আত্মাতে সমস্ত জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান থাকতে হলে আত্মজ্ঞান থাকতে হবে এবং সমস্ত জ্ঞানরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু আপত্তি হবে যে আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে যখন অনুযোগী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকে তখন আত্মাতে সমস্ত জ্ঞানের অভাব থাকে না। ফলে সমস্ত জ্ঞানের অভাবের যথার্থ জ্ঞান থাকতে পারে না।[v] অতএব, 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতির বিষয় জ্ঞানসামান্যাভাবও নয় এবং জ্ঞান বিশেষাভাবও নয়। কিন্তু 'অহমজ্ঞঃ' প্রতীতি অবাধিত। ফলে এই প্রতীতির বিষয় অবশ্যই থাকে। এজন্য অদ্বৈতিগণ 'অহমজ্ঞঃ' এই সাক্ষিপ্রতীতির বিষয়রূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি করেন।

অদ্বৈতমতে অজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না বলে কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত হতে পারে না। কেননা, কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ কোন পদার্থ ভাবপদার্থ রূপে বা অভাব পদার্থরূপে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রমাণমাত্রই কোন পদার্থকে ইত্থম্ভূত রূপে সিদ্ধ করে। অজ্ঞান কোন প্রমাণবেদ্য নয় সেজন্য অজ্ঞান ইত্থম্ভূত রূপে সিদ্ধ হয় না। সেজন্য সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' পদ ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন যে অজ্ঞান কোন বিশেষ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত রূপে সিদ্ধ না হয়ে যৎকিঞ্চিৎরূপে সিদ্ধ হয়। 'যৎকিঞ্চিৎ' পদের দ্বারা সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের যুক্ত্যসহত্ব বা প্রমাণাসহিষ্ণুত্বকে বুঝিয়েছেন। অজ্ঞান কোন যুক্তি বা প্রমাণ সহ্য করে না সেজন্য অজ্ঞানকে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

যুক্ত্যসহত্ব বা প্রমাণাসহিষ্ণুত্ব বিশিষ্ট বলা হয়। এই প্রসঙ্গে সুরেশ্বরাচার্য বলেছেন, 'অবিদ্যা চ না বস্ত্বিষ্টং মানাঘাতাসহিষ্ণুতঃ'[vi]

অর্থাৎ, অজ্ঞান প্রমাণের আঘাত সহ্য করতে পারে না বলেই অজ্ঞান বস্তরূপে নিশ্চয়ের বিষয় হয় না।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপ্রসিদ্ধ পদার্থ। এই অপ্রসিদ্ধ পদার্থ দ্বারা কোন প্রতীতিরই ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ বলেন যে অজ্ঞান একান্তরূপে অপ্রসিদ্ধ পদার্থ নয়। অজ্ঞান বিষয়ে বহু শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ বিদ্যমান। যথা, 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগুঢ়াম্' (শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ, ১/৩) অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের শক্তিরূপ মায়া বা অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই ত্রিগুণাত্মক যা জীবের বন্ধনের কারণ। এই ধরণের শ্রুতির দ্বারা অজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

অজ্ঞানের লক্ষণ বিচার : সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার* গ্রন্থে 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্ত প্রশ্ন হল যে সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যটিকে অজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ রূপে গ্রহণ করা যায় কিনা। কোন বাক্যকে প্রকৃত লক্ষণ বাক্য রূপে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ঐ বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি পদ যে বিশেষণকে সুচিত করে সেই বিশেষণের একমাত্র কাজ হল লক্ষ্যকে অন্যান্য সকল পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করা। সদানন্দ যোগীন্দ্র ব্যবহৃত 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যের প্রতিটি পদ যে বিশেষণকে সূচিত করে সেই বিশেষণগুলি অজ্ঞানকে অন্যান্য সকল পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করে কিনা পর্যালোচনা করার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা সম্ভব যে 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যটি অজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ রূপে বিবেচিত হবে কিনা।

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং' অভিব্যক্তির দ্বারা সদসদবিলক্ষণত্বকে অজ্ঞানের বিশেষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞানকে অদ্বৈতিগণ সদসদবিলক্ষণ বলেছেন। কেননা, অজ্ঞান বাধিত হওয়ায় তা সৎ নয়, আবার অজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় তা অসৎও নয়। সুতরাং অজ্ঞান সদসদবিলক্ষণ রূপে অনির্বচনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল অজ্ঞানের ন্যায় অজ্ঞানের কার্যসমূহও সদসদবিলক্ষণ। জগতের সমস্ত পদার্থই অজ্ঞানের কার্য। সকল জীবের মোক্ষ কালে জাগতিক পদার্থসমূহ বাধিত হয়। আবার বদ্ধ দশায় জাগতিক বিষয়সমূহ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং অজ্ঞানের কার্য জাগতিক বিষয়সমূহেও সদসদবিলক্ষণ এই বিশেষণ প্রযুক্ত। সুতরাং সদসদবিলক্ষণ বিশেষণটি অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য উভয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় এই বিশেষণটি অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণ রূপে গণ্য হতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে কোন কোন টীকাকার বলেন যে অদ্বৈতিগণ কার্য ও কারণের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকদের মতো কারণ ও কার্যের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

করেন না। ফলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানেরকার্যসমূহের মধ্যে কোন ভেদ নেই। সদসদবিলক্ষণ বিশেষণটি অজ্ঞানের কার্যসমূহে প্রযুক্ত হলেও এই বিশেষণটিকে অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা দোষযুক্ত নয়। কিন্তু যে সকল টীকাকার এরূপ মত পোষণ করেন তাদের বক্তব্য অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অদ্বৈতবেদান্তিগণ যখন কারণ ও কার্যের এবং ধর্মী ও ধর্মের মধ্যে তাদাত্ম্যের কথা বলেন তখন তাঁরা সম্পূর্ণ অভেদের কথা বলেন না। কেননা কার্য কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। যদি কারণ ও কার্য সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন হত তাহলে কারণ ও কার্য একইসঙ্গে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হত। কিন্তু অদ্বৈতিগণ কারণ ও কার্যের একই সঙ্গে উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন না। অদ্বৈতিগণ যখন কারণ ও কার্যের মধ্যে তাদাত্ম্যের কথা বলেন তখন তাঁরা কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পূর্ণ অভেদের কথা বলেন না বরং ভেদ সহিষ্ণু অভেদ বা ভেদাভেদের কথা বলেন। অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে কিছু কিছু অংশে ভেদ এবং কিছু কিছু অংশে অভেদ বিদ্যমান। অতএব কারণের লক্ষণ কার্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এজন্য সদসদবিলক্ষণত্ব বিশেষণটিকে অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণ রূপে গণ্য করা যায় না।

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত 'ত্রিগুণাত্মকং' পদটি দারা ত্রিগুণাত্মকত্বকে অজ্ঞানের বিশেষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিগুণাত্মকত্ব বিশেষণটিও অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য জাগতিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য জাগতিক বিষয়সমূহ ত্রিগুণাত্মক বা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ স্বভাব। সেজন্য ত্রিগুণাত্মকত্ব বিশেষণটিকেও অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণরূপে গণ্য করা যায় না।

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রদত্ত 'অজ্ঞানং তু' ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহৃত 'জ্ঞানবিরোধী' পদটি দ্বারা জ্ঞানবিরোধিত্বকে অজ্ঞানের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আপত্তি হবে যে অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী বললে অজ্ঞানের কার্যেও এই বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে। কেননা, ব্রহ্মের চরম অপরোক্ষ জ্ঞান হলেই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং মূল উপাদান কারণের নাশের ফলে অজ্ঞনের সমস্ত কার্যও নাশ নয়। অদ্বৈতমতে সকল জীবের মুক্তি হলেই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং তার ফলস্বরূপ অজ্ঞানের কার্যসমূহেরও নাশ হয়। সুতরাং ব্রহ্মের চরম অপরোক্ষ জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী এবং অজ্ঞানের কার্যসমূহেরও বিরোধী। সুতরাং 'জ্ঞানবিরোধিত্ব' বিশেষণটি অজ্ঞানসহ অজ্ঞানের কার্যসমূহে প্রযুক্ত হওয়ায় জ্ঞানবিরোধিত্বকে অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণরূপে গণ্য করা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে অদ্বৈতিগণ কারণ ও কার্যের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। সুতরাং অজ্ঞানের কার্যসমূহ অজ্ঞান থেকে অভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানবিরোধিত্ব বিশেষণটি অজ্ঞানের কার্যে প্রযুক্ত হলেও এই বিশেষণটিকে অজ্ঞানের লক্ষণবাচক বিশেষণরূপে গ্রহণ করা দোষযুক্ত নয়। কিন্তু এই উত্তরটি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতিগণের উত্তর রূপে গণ্য করা যায় না। যদিও অদ্বৈতিগণ কারণ ও কার্যের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন তবুও

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

তাদের মতে কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। কার্য ও কারণের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণ ভেদ সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। সুতরাং কারণের লক্ষণ কার্যে প্রযুক্ত হলে দোষেরই হয়। অদ্বৈতিগণ কার্য ও কারণের মধ্যে যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন সেটি হল ভেদ সহিষ্ণু অভেদ। অদ্বৈতিগণের প্রকৃত উত্তর হল যে ব্রহ্মের চরম অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা কেবল অজ্ঞানের নাশ হয় এবং তার ফলস্বরূপ অজ্ঞানের কার্যের নাশ নয়। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞান হল অজ্ঞানের কার্য নাশের কারণের কারণ। কারণের কারণ অন্যথাসিদ্ধি হয়। ব্রহ্মের চরম অপরোক্ষ জ্ঞানকে অজ্ঞানের কার্য নাশের কারণ বলা যায় না। সুতরাং জ্ঞানবিরোধিত্ব বিশেষণটি অজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অজ্ঞানের কার্যের ক্ষেত্রে নয়। পুনরায় জ্ঞানবিরোধিত্বকে অজ্ঞানের লক্ষণ করলে একাধিক আপত্তি হতে পারে। প্রথমতঃ কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে একটি জ্ঞান উৎপন্ন হবার পর পরবর্তীকালে এ বিষয়ে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হলে সেই পরবর্তী জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিরোধী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জ্ঞানে ও জ্ঞানে বিরোধিত্ব লক্ষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় উক্ত লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অদ্বৈতিগণ এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে অজ্ঞানের লক্ষণে ব্যবহৃত 'জ্ঞানবিরোধী' শব্দটি যা কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন পরবর্তী জ্ঞান দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় তেমনি পরবর্তীকালের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি আন্তর ধর্মের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন পূর্ববর্তী জ্ঞান নাশ্য হলেও জ্ঞান মাত্র নাশ্য নয়। কিন্তু অজ্ঞানের লক্ষণে ব্যবহৃত 'জ্ঞানবিরোধী' পদটি দ্বারা অজ্ঞান জ্ঞানমাত্র নাশ্য বা জ্ঞানমাত্র বিরোধিত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ফলে পূর্ববর্তী জ্ঞানে অজ্ঞানের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা অমূলক।

দ্বিতীয়ত: অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী বললে আপত্তি হবে যে জ্ঞান-প্রাগভাবে অজ্ঞানের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কেননা জ্ঞান প্রাগভাব জ্ঞানমাত্র নাশ্য। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানের লক্ষণে 'ভাবত্ব' পদের যোজনা করেছেন। তাদের মতে জ্ঞান প্রাগভাব অভাব পদার্থ, অপরদিকে অজ্ঞান ভাবরূপ অর্থাৎ অজ্ঞান অভাবাত্মক নয়— এই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অজ্ঞানের লক্ষণে 'ভাবত্ব' পদের সংযোজন করেছেন এবং অজ্ঞানের লক্ষণটির জ্ঞান-প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণে অদ্বৈতিগণ অজ্ঞানের প্রসিদ্ধ লক্ষণে 'জ্ঞাননিবর্তকত্ব' এবং 'ভাবত্ব' বিশেষণদ্বয়ের যোজনা করেছেন। অদ্বৈতসম্মত অজ্ঞানের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ হল : 'অনাদিত্বে সতি ভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্'।[vii] উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্ব জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনাদি' পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

অদ্বৈতিগণ ব্রহ্মকে মূল তত্ত্বরূপে স্বীকারের মাধ্যমে অদ্বয়বাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার তাঁরা ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করার জন্য ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করেছেন। এই ত্রিবিধ সত্তা হল পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক। ব্রহ্মের সত্তা হল পারমার্থিক সত্তা,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.18.00.11

ব্যবহারিক জগতের সকল পদার্থ ও জীবের সত্তা হল ব্যবহারিক সত্তা এবং ভ্রমস্থলে ও স্বপ্নাবস্থার বিষয়ের সত্তা হল প্রাতিভাসিক সত্তা। অদ্বৈতিগণ ত্রিবিধসত্তাবাদী হলেও তাদের মতে একমাত্র ব্রহ্মই প্রকৃত অর্থে সত্তাবান। তাছাড়া ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট জাগতিক পদার্থসমূহ ও জীবগণের সত্তা এবং প্রতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট ভ্রমের বিষয় ও স্বপ্নাবস্থার বিষয়গুলির সত্তা হল অজ্ঞানজন্য। সকল জীবের মোক্ষকালে উক্ত দুই প্রকার সত্তাবিশিষ্ট বিষয়গুলি মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয় এবং কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্তাবানরূপে স্থিত হয়। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে স্বীকৃত ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তাদ্বয় উপপন্ন করার জন্য অজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার নিমিত্ত সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণের আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে সদানন্দ যোগীন্দ্র অদ্বৈতবেদান্তের প্রথম শিক্ষার্থীর অবগতির জন্য অজ্ঞানের লক্ষণের আলোচনা করেছেন এবং অধিক সংখ্যক বিশেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি অজ্ঞানের স্বরূপ এরূপ শিক্ষার্থীর নিকট বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে তার অজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। সুতরাং অজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে সদানন্দের অজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা সার্থক।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য শ্রী মোহন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৫/এ, পৃ. ২৫৮।

২. ভট্টাচার্য শ্রী মোহন এবং শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ,* তৃতীয় খণ্ড (প্রথম ভাগ), পৃ. ১১৯।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় রূপা, *বিবরণপরস্থানে অজ্ঞানসিদ্ধি সুষুপ্তি, অর্থাপত্তি ও শ্রুতিবিচার,* পৃ. ৫৪।

৪. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* ২/১৬

৫. মেধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী (অনুবাদক ও সম্পাদক), *বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বিবরণ,* পৃ. ১২২।

৬. সুরেশ্বরাচার্য, *সম্বন্ধবার্তিক,* শ্লোক ১৮০।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় রূপা, *বিবরণপ্রস্থানে অজ্ঞানসিদ্ধি সুষুপ্তি, অর্থাপত্তি ও শ্রুতিবিচার,* পৃ. ২৩।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore